ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	১	--	--	১	১	(৬.৫০%)	১	(৩৩.৩৩%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ১টি (**মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ**: সমাপ্ত প্রকল্পটির ব্যয় ৭৫৮৮ .৭৩ লক্ষ টাকা**।** প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে নিয়োজিত জনবল ৩য় পর্যায়ে নিয়োগের জটিলতার কারণে নতুন কেন্দ্র নির্বাচনসহ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুতে বিলম্ব ঘটে। ফলতঃ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপনের লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি পায়**।**

৩**।** **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:**

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাবঃ সর্বশেষ শিক্ষা নীতির আওতায় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি ১ম পর্যায় ২০০২-২০০৩ সাল হতে চালু হয়ে সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায় (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত প্রায় এক যুগ যাবৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্ম চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজের ইতিবাচক দিক অনস্বীকার্য। প্রকল্পটির কার্যক্রম অনুন্নয়ন (রাজস্ব) প্রকৃতির। প্রকল্পটি উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে কি-না কিংবা অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ (একনেক)-এর কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই;	প্রকল্পটির কার্যক্রমের ইতিবাচক দিকটি বিবেচনায় রেখে অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটে বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে;
একই প্রকল্পের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জটিলতাঃ সরকারের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল পরবর্তী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে না। এতদসত্ত্বেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ পর্যায়ক্রমিক (phase-wise) প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে নিয়োজিত জনবল পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পে ধারাবাহিক অন্তর্ভুক্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ১ম পর্যায় হতে নিয়োজিত অধিকাংশ সহকারী পরিচালক, কম্পিউটার অপারেটর, ফিল্ড সুপারভাইজার, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর, শিক্ষক এবং অন্যান্য জনবল ১ম পর্যায়	দেশব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রমের চাহিদা উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু ঘনবসতি এলাকা, যেখানে কেন্দ্রের চাহিদা রয়েছে এবং কেন্দ্র স্থাপিত হলে চলমান থাকবে, ভবিষ্যতে সে সকল স্থান চিহ্নিত করে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যেতে পারে। অন্যদিকে ইতোপূর্বে যেসকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না, সে সকল কেন্দ্র তালিকা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন্দ্রের সংখ্যা যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারণ করতে পারে;

হতে নিয়োজিত এবং প্রায় ১২ (বার) বছর যাবৎ কাজ করছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়;	
নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাবঃ প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১ জন মাঠ সুপারভাইজারকে প্রতি কর্মদিবসে গড়ে ৭-৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হয়। ভৌগলিক অবস্থানভেদে ১ জন মাঠ সুপারভাইজারের পক্ষে এতগুলো কেন্দ্র ১ দিনে পরিদর্শন করা কষ্টসাধ্য। এতে কেন্দ্রে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান হচ্ছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রী সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করছে কিনা, পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীদের থেকে ফিডব্যাক নেয়া ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।	কালীবাড়ী সার্বজনীন মন্দির, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ- কেন্দ্রটি যেভাবে একটি আদর্শ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে (আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন) সে রকম চিন্তাধারা অন্যান্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা যায় কি-না, সে ব্যাপারে প্রকল্প কার্যালয় থেকে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

“মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১মসংশোধিত)’’ শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১।	**প্রকল্পের নাম**	:	“মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’’
২।	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	বাংলাদেশের সকল উপজেলা
৩।	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৭১২৫.৩৪ ৭১২৫.৩৪ (-)	৭৭৬৯.৭২ ৭৭৬৯.৭২ (-)	৭৫৮৮.৭৩ ৭৫৮৮.৭৩ (-)	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	৪৬৩.৩৯ (৬.৫০%)	১ বছর (৩৩.৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)**

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮৬.৮৮	৪৩৩	৮৫.৫৭	৪৩৩
২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১২.০২	৩২২	১২.০২	৩২২
৩	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	৯২.২০	৯০	৯১.৫০	৯০
৪	শিক্ষা কর্মসূচি	সেট	৫২১১.৫৫	৫৩৮৯০৫	৫১৩৯.৯৫	৫৩৮৯০৫
৫	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	৭২.৭৯	১৬০৯৪	৭২.৭৯	১৬০৯৪
৬	কর্মশালা	সংখ্যা	১৫.০০	৮	১৫.০০	৮
৭	কমিটি মিটিং	সংখ্যা	১৩৬.৩১	৮৫৩২	১১৭.০৪	৮৫২২
৮	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	২১৪.০৭	৫৯		৫৯
৯	কর্মচারীদের বেতন	জন	৩১২.৫০	১৮৪	১২৪৫.৭৪	১৮৪
১০	ভাতাদি	জন	৭৪৩.৭৪	২৪৩		২৪৩
১১	অফিস ও স্টোর ভাড়া	থোক	১৬৮.৩৭	থোক	১৫৫.৯৮	থোক
১২	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্টস	থোক	১৩২.২৭	থোক	১২৭.৯৬	থোক
১৩	টেলিফোন	থোক	২২.৯১	থোক	২২.২৪	থোক
১৪	মূল্যায়ন	সংখ্যা	৪.১০	১	৪.১০	১
১৫	অফিস স্টেশনারী	থোক	৪২.১০	থোক	৪১.৩৪	থোক
১৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	৭৯.২৩	থোক	৭৮.৭৫	থোক
১৭	সুপারভিশন ও মনিটরিং	থোক	১৩৬.৩৯	থোক	১১৭.৯৫	থোক
১৮	ডাক/কুরিয়ার	থোক	৮.৭১	থোক	৭.২৪	থোক
১৯	পানির বিল	থোক	১০.০৪	থোক	৯.৬০	থোক

ক্র: নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
২০	বিদ্যুৎ বিল	থোক	২১.১৪	থোক	২০.৪৩	থোক
২১	ব্যাংক চার্জ	থোক	১১.৫৯	থোক	৯.৪৬	থোক
২২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	থোক	৩৪.৯২	থোক	৩৪.৮৯	থোক
২৩	নিরাপত্তা	থোক	৬৫.৫৪	থোক	৬৪.৪৩	থোক
২৪	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বীমা	থোক	৪৩.১০	থোক	৩৬.৪৫	থোক
২৫	আনুষঙ্গিক ও কন্টিনজেন্সী	থোক	**৯২.২৫**	থোক	৭৮.৩০	থোক
	মোট =		**৭৭৬৯.৭২**	**১০০%**	**৭৫৮৮.৭৩**	**১০০%**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক হিন্দু ধর্মের অনুসারী যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১১ ভাগ। হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশীরভাগ লোক গ্রাম এলাকায় বসবাস করে। এদের অনেকেই গরীব, অসহায় এবং এরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়ে অসচেতন। এছাড়াও তাদের শিশুরা কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে। এদের ধর্মীয় উপাসনালয় বা মন্দিরের সংখ্যা সারাদেশে প্রায় ২৪ হাজার। হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণ নিজ ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে এসব মন্দিরে পূজা, প্রার্থনা ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এসব মন্দিরগুলো ব্যবহার হতে পারে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি ও স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে এ সমস্ত মন্দিরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালে জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে ২১টি জেলায় "মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ১ম পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধি করে ৩২ জেলায় বাস্তবায়নের নিরিখে ২৪৭৯.০০ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১০ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে (জুন, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত) **৭৭৬৯.৭২** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' বাস্তবায়িত হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মন্দির প্রাঙ্গণকে ব্যবহার করে সমগ্র বাংলাদেশে ৫,০০০টি মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,১৮,১৩০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা;

খ) সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের নিমিত্ত প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;

গ) দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাক-স্কুল শিক্ষা কর্মসূচি Early Childhood and Pre-School education (ECDP) Program সম্প্রসারণ করা;

ঘ) মন্দির অঙ্গণকে ব্যবহার করে ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যম ২০,৭৭৫ জন শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা;

ঙ) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৪৮টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ২৪৩ জন বেকার তরুণ-তরুণীকে পূর্ণকালীন এবং ৫,৩৪৬ জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করা;

চ) প্রকল্পের মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত করে তাদের আয় বৃদ্ধি, পরিবারে তাদের অবস্থান শক্তিশালীকরণ এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; এবং

ছ) ধর্মীয়, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃংখলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর গত ১১/০৮/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৬/১০/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৩/০১/২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। মূল প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদকালে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে মোট ৭৭৬৯.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) আরডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
৭৭৬৯.৭২	২০১০-২০১১	১১০০.০০	১১০০.০০	-	১১০০.০০	৭৮৩.০৮	৭৮৩.০৮	-
	২০১১-২০১২	১৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০	-	১৮৬৫.০০	১৭৮৯.৬০	১৭৮৯.৬০	-
	২০১২-২০১৩	২৪৪১.০০	২৪৪১.০০		২৪৪১.০০	২৩৮১.০৫	২৩৮১.০৫	
	২০১৩-২০১৪	২৭০০.০০	২৭০০.০০	-	২৭০০.০০	২৬৩৫.০০	২৬৩৫.০০	-
????.??	**????**	**৮১০৬.০০***	**৮১০৬.০০***		**৮১০৬.০০***	**৭৫৮৮.৭৩***	**৭৫৮৮.৭৩**	**-**

* উল্লিখিত প্রকল্পে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত অর্থ বেশী পাওয়া গেলেও প্রাক্কলিত ব্যয়ের অধিক খরচ করা হয়নি এবং অব্যয়িত অর্থ বছর শেষে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব স্বপন কুমার বড়াল, উপ-সচিব	২৫/০১/২০১১	১৭/০৭/২০১৩
০২	জনাব স্বপন কুমার বড়াল, যুগ্ম-সচিব	১৮/০৭/২০১৩	৩০/০৬/২০১৪

১২। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u> **প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ তথ্য/উপাত্ত বিবেচনা করা হয়ঃ**

(ক) পিসিআর প্রাপ্তির পর পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রসমূহএবং কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ

জেলা	উপজেলা	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
নারায়ণগঞ্জ	সদর	শ্রী শ্রী বালা জিউর বিগ্রহ মন্দির	১০/০৮/২০১৪	মৌসুমী খানম সহকারী পরিচালক
	ফতুল্লা	শ্রী শ্রী গৌর নিতাই আখড়া	১০/০৮/২০১৪	
	সোনারগাঁ	শ্রী শ্রী গৌর নিতাই আখড়া	১০/০৮/২০১৪	
মুন্সিগঞ্জ	সদর	শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন জিউ মন্দির	১১/০৮/২০১৪	
	সদর	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির	১১/০৮/২০১৪	
	লৌহজং	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জিউর মন্দির	১১/০৮/২০১৪	
	শ্রীনগর	শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	১১/০৮/২০১৪	
গাজীপুর	কালিয়াকৈর	বংশী বদন সেবাশ্রম	১২/০৮/২০১৪	
	কালিয়াকৈর	শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর সেবাশ্রম	১২/০৮/২০১৪	
	কালিয়াকৈর	কালিয়াকৈর মধ্য পালপাড়া দূর্গা মন্দির	১২/০৮/২০১৪	
	কালীগঞ্জ	শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির	১২/০৮/২০১৪	
বরিশাল	সদর	শ্রী শ্রী হরিঠাকুর ও ধর্মশালা	৩০/০৮/২০১৪	ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান পরিচালক
	সদর	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির	৩০/০৮/২০১৪	
ঝালকাঠি	সদর	শ্রী শ্রী পাবলিক হরি সভা	৩১/০৮/২০১৪	
	সদর	মনসা, কালী ও শীতলা দেবীর মন্দির	৩১/০৮/২০১৪	

<u>**পিসিআর প্রাপ্তির পর পরিদর্শিত কেন্দ্রসমূহের পর্যালোচনাঃ**</u>

<u>**শ্রী শ্রী বালা জিউর বিগ্রহ মন্দির, (সদর, নারায়ণগঞ্জ):**</u>

মন্দিরটি পরিদর্শনকালে শিক্ষা কার্যক্রম বেশ মনোমুগ্ধকর প্রতীয়মান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বেশ অগ্রগামী। উক্ত কেন্দ্রে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় সকলেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ কেন্দ্রে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চা, ছড়া, গল্প, গান, চারু ও কারু কাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শেখানো হচ্ছে।

<u>**শ্রী শ্রী গৌর নিতাই আখড়া (ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ):**</u>

পরিদর্শনকালে ৩০ জন শিক্ষার্থীই উপস্থিত ছিল। কেন্দ্রের আশেপাশে চলমান কোন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। কেন্দ্র থেকে আনুমানিক প্রায় ২ কিঃমিঃ দুরে লক্ষ্মী নারায়ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থীর ১৫ জনের বয়স ৫ বছরের নীচে। বাকী ১৫ জনের বয়স ৫-৬ বছরের মধ্যে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বছরশেষে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির সংখ্যা ২৪ জন। কেন্দ্রটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়; যেমনঃ স্কুলের জন্য ঘন্টা, ঘড়ি, শিক্ষকের যাতায়াতের জন্য ছাতার প্রয়োজন । প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত উপকরণসমূহ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা নেই মর্মেও উল্লেখ করা হয়।

<u>**শ্রী শ্রী গৌর নিতাই আখড়া (সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ):**</u>

কেন্দ্রটিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৪ জন। কেন্দ্রটির পাশে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে এবং কেন্দ্র থেকে প্রায় ১ কিঃমিঃ দূরে ভট্টপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। কেন্দ্রে সকল শিক্ষার্থীকে উপস্থিত পাওয়া গেলেও তাদের লেখাপড়ার মান খুব একটা সন্তোষজনক মনে হয়নি। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের শিক্ষক শান্তা রানী দাস জানান যে, এলাকার অভিভাবকরা অশিক্ষিত এবং অসচেতন। যার দরূণ বাচ্চাদেরকে ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে আনতে হয়। ফলে এ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান ইতিবাচক নয়। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের বয়স ৫ বছরের নিচে তাই তারা লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী নয়। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়।

শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ জিউ মন্দির (সদর, মুন্সিগঞ্জ):

মন্দিরটিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। উক্ত কেন্দ্রের ১.৫ কিঃমিঃ দূরুত্বে ইন্দ্রাকপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত শিক্ষা উপকরণসমূহ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন্দ্রে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া ও শরীর চর্চার বিষয়টি সন্তোষজনক। ২০১২, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ১০০% বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কোন শিক্ষার্থী ড্রপ আউট হয়নি। বছরশেষে ৩০ জন শিক্ষার্থীই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষক গঞ্জারানী পাল জানান এখানকার শিক্ষার্থীরা শ্লেট ব্যবহার করে না। শ্লেটের পরিবর্তে খাতা কলম ব্যবহার করে।

শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউ মন্দির (সদর, মুন্সিগঞ্জ):

মন্দিরটির ছাদ পাকা, মেঝে পাকা (টাইলস), দেয়াল পাকা (টাইলস)। এ কেন্দ্রটিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রদত্ত শিক্ষা উপকরণসমূহ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১২, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কোন শিক্ষার্থী ড্রপ আউট হয়নি। বছরশেষে ৩০ জন শিক্ষার্থীই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়।

শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির (শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ):

মন্দিরটির ছাদ টিনের, মেঝে কাঠের, দেয়াল বাশেঁর। এ কেন্দ্রটিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। কেন্দ্রের ১ কিঃমিঃ দূরত্বে পশ্চিম হাসাড়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় অবস্থিত। যেসব উপকরণ পাওয়া গেছে তা কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১২, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ১০০% বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় । বছরশেষে ৩০ জন শিক্ষার্থীই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। কেন্দ্রের একজন অভিভাবক জানান যে, কেন্দ্রটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।

বংশী বদন সেবাশ্রম (কালিয়াকৈর, গাজীপুর):

এ কেন্দ্রে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। পরিদর্শনের দিন ২৪ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত পাওয়া যায়। প্রতিদিন গড়ে ২৪-২৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়। কেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অভিভাবকরা জানান, খাতা, কলম, খেলার সামগ্রী, হলকা নাশকতার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর সেবাশ্রম (কালিয়াকৈর, গাজীপুর):

এ কেন্দ্রটিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। নির্ধারিত পাঠ্যের পাশাপাশি ক্রীড়া ও ছড়া, গল্প, গান ইত্যাদি বিষয় সন্তোষজনক। কেন্দ্রের শিক্ষক পূর্ণিমা সরকার জানান, শিক্ষার্থীদের জন্য ড্রেস, খাতা-কলম ও শিক্ষকের জন্য ঘন্টা, ছাতা, ব্যাগ ইত্যাদি দরকার। উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবক জানান, কিন্দ্রটি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খেলাধুলার সামগ্রী ও খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রটিতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাহিদা রয়েছে।

কালিয়াকৈর মধ্য পালপাড়া দুর্গামন্দির (গাজীপুর):

এখানে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। মন্দিরটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার। উপস্থিত অভিভাবকরা জানান, ফ্যান, নাস্তার ব্যবস্থা, পোশাক, খেলাধূলার সামগ্রীর ব্যবস্থা হলে কেন্দ্রটি উন্নত হবে।

শ্রী শ্রী হরিঠাকুর ও ধর্মশালা (সদর, বরিশাল):

কেন্দ্রটির অবকাঠামো সন্তোষজনক। ডিসেম্বর, ২০১৩ এ সরবরাহকৃত শ্লেটটি প্লাস্টিকের তৈরি এবং অস্পষ্ট লেখা হয়। বসার মাদুরটি মন্দির কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত। পরিদর্শনের সময় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত পাওয়া গেছে। গড় উপস্থিতি ২৩ জন। গত ২০১৩ শিক্ষাবছরে ২২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বয়স কমের কারণে ৮ জন ভর্তি হয়নি। জেলা কার্যালয়ের ফার্নিচার ২০০৩ সালে সরবরাহ করা হয়েছে। ফার্নিচার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে|

<u>শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিওর মন্দির (সদর, বরিশাল)</u>:

মন্দিরটি আধা-পাকা ভবন, দেয়াল নেই, চারিদিকে খোলা, সার্বিক পরিবেশ ভাল। মন্দির কমিটি কর্তৃক মাদুর কেনা হয়েছে। মাদুরের মান উন্নততর। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত মাদুর ব্যবহারযোগ্য নয়। গত ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ২৫ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ৫ জন কম বয়স কিংবা অনীহার কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়। গড় উপস্থিতি ২২ জন। অভিভাবকদের বসার জায়গা নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অনেক ছাত্র/ছাত্রী দেরিতে ক্লাশে উপস্থিত হয়।

<u>শ্রী শ্রী পাবলিক হরিসভা (সদর, ঝালকাঠী)</u>:

মেঝে ও ছাদ পাকা। চারিদিকে খোলা পরিবেশ অত্যন্ত সন্তোষজনক। চট ও কার্পেট মন্দির কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২২ জন বছরশেষে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়। পরিদর্শনকালে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়। গড় উপস্থিতি ২৬ জন। অভিভাবকগণ কোন সমস্যার কথা বলেননি।

<u>মনসা, কালী ও শীতলা দেবীর মন্দির (সদর, ঝালকাঠী)</u>:

এই কেন্দ্রের ছাদ টিনের এবং মেঝে ও দেয়াল পাকা। মন্দিরে কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ সন্তোষজনক। ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত পাওয়া যায়। গড় উপস্থিতি ২৫ জন। যার মধ্যে ৪ জনের বয়স ৬ বছরের অধিক। উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়েছে। গত ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ২৬ জন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঝালকাঠী জেলা কার্যালয়ের ফার্নিচার ২০০৩ সালে সরবরাহকৃত। যা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। অভিভাবকরা শিক্ষাকেন্দ্রে শুকনো খাবার/নাস্তা সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শিত এলাকা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জেলা	উপজেলা	কেন্দ্রের নাম	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী
ঝিনাইদহ	সদর	কৃষ্ণনগর পাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	০৮/০৯/২০১২	মুহাম্মদ আব্দুল্যাহ আল জাবেদ সহকারী পরিচালক
	কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ কোলাবাজার সার্বজনীন মন্দির		
		কালিগঞ্জ সার্বজনীন কালিবাড়ী মন্দির		
		কালিগঞ্জ খোরদার রায়গ্রাম সার্বজনীন মন্দির		
রাজশাহী	মহানগর	শিব নারায়ন সংঘ শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির	১১/০৯/২০১৩	ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান পরিচালক
	মহানগর	রামকৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির		
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	হরিনগর শ্রী শ্রী শিব মন্দির	১২/০৯/২০১৩	
	শিবগঞ্জ	পুখুরিয়া বিলমারী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির		

আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রভিত্তিক উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণঃ

<u>কোলাবাজার সার্বজনীন মন্দির (কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ):</u> প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রগুলো প্রকল্প কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মকর্তারা মনিটরিং করেন না। এছাড়া ফিল্ড সুপারভাইজার অনেক কেন্দ্রের ঠিকানা সঠিকভাবে জানেন না বলে মনে হয়েছে;

<u>সার্বজনীন কালীবাড়ী মন্দির (কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ):</u> পরিদর্শন বই অনুযায়ী সুপারভাইজার এ কেন্দ্রে গত ৮ মাসে ৭ বার পরিদর্শন করেছেন। সহকারী পরিচালক ০১ বার পরিদর্শন করেছেন। উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবক জানান, তাদের বাচ্চাদের এ কেন্দ্রে পড়াশোনা করাতে পেরে তারা সন্তুষ্ট। এ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের একই ড্রেস পরিধান করতে দেখা যায়। এই কেন্দ্রটির শিক্ষিকা নিজ উদ্যোগে এটি বাস্তবায়ন করেছেন, কেন্দ্রটিকে একটি আদর্শ কেন্দ্র বলা যায়;

খোরদার রায়গ্রাম সার্বজনীন মন্দির (কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ): এখানে মোট ২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। পরিদর্শনের দিন ২৩ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর/২০১২ মাসের ১ম সপ্তাহের হাজিরায় দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে ২১-২২জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল;

শিব নারায়ন সংঘ শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির (মহানগর, রাজশাহী): চক, ডাস্টার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ যথাসময়ে পাওয়া গেছে এবং মজুদ পর্যাপ্ত রয়েছে। ব্লাকবোর্ডটি পুরাতন বিধায় কালো রং উঠে যাওয়াতে লেখা অস্পষ্ট হয়;

রামকৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির (মহানগর,রাজশাহী): পরিদর্শনকালে সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় কেন্দ্রে উপস্থিত হলেও কেন্দ্রের দরজায় তালাবদ্ধ দেখা যায়। কেন্দ্রের বাহিরে ৭/৮ জন শিক্ষার্থী স্কুলের ব্যাগসহ অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। শিক্ষার্থীরা জানান যে, কেন্দ্রটি বন্ধের বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয়নি। নিকটবর্তী কোথাও কোন অভিভাবককেও পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি পারিবারিক কারণে সহকারী পরিচালকের কাছ থেকে ছুটির আবেদনপূর্বক ঐদিন ছুটিতে আছেন মর্মে জানিয়েছেন। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কেন্দ্রে চলে আসেন এবং কেন্দ্রটি চালু না রাখার বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

১৩। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ**

১৩.১ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাঃ** প্রকল্পের ৪৮টি জেলা কার্যালয়ে ৪৮ জন সহকারী পরিচালক, ০৬ জন মাস্টার ট্রেইনার, ৪৮ জন কম্পিউটার অপারেটর, ৭০ জন ফিল্ড সুপারভাইজার, ৪৮ জন এমএলএসএস এবং প্রধান কার্যালয়ে ০১ জন প্রকল্প পরিচালক, ০২ জন উপ-পরিচালক, ০২ জন সহকারী পরিচালক, ০১ জন হিসাব রক্ষক, ০১ জন হিসাব সহকারী, ০১ জন অফিস সহকারী, ০৩ জন গাড়ী চালক, ০১ জন ডিসপাস রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার, ০৭ জন এমএলএসএস, ০১ জন নাইট গার্ড ও ০১ জন ক্লিনার নিয়োগ করা হয়েছে। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা খাতে ১২৭০ .৩১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। তার মধ্যে ১২৪৫.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.২ **সুপারভিশন ও মনিটরিং:** প্রকল্পের প্রধান কাজ শিক্ষা কার্যক্রম। এ খাতে মোট ১৩৬.৩৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করেছেন। তাদের টিএ/ডিএ প্রদানে এ অর্থ ব্যয় করা হয়;

১৩.৩ **অফিস ও গুদাম ভাড়াঃ** প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ৪৮টি জেলা সদরে ৪৮টি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। সকল কার্যালয়সমূহের জন্য জেলায় অফিস ভাড়া নেয়া হয়েছে। এজন্যে প্রতিমাসে নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করতে হয়েছে। অফিস ভাড়া খাতে ১৬৮.৩৮ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৫৫.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৪ **টেলিফোনঃ** প্রকল্পের আওতায় ৪৮টি জেলায় ৪৮টি এবং ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ের ০৫টি টেলিফোন বিল বাবদ আরডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ২২.৯১ লক্ষ টাকা হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এখাতে ব্যয় হয়েছে ২২.২৪ লক্ষ টাকা;

১৩.৫ **জ্বালানী ও লুব্রিকেন্টসঃ** প্রকল্পে ০১টি পাজেরো জীপ, ০১টি পিক-আপ, ০১টি মাইক্রোবাস ও ৭২টি মোটর সাইকেল রয়েছে যা প্রতিনিয়ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এসকল গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে নির্ধারিত হারে জ্বালানী বরাদ্দ ছিল। একটি মোটর সাইকেলের জন্য মাসে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার জ্বালানী বরাদ্দ ছিল। জ্বালানী ও লুব্রিকেন্টস খাতে ১৩২.২৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১২৭.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৬ **স্টেশনারীঃ** স্টেশনারী বাবদ আরডিপিপিতে ৪২.০১ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৪১.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৭ **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পে নিয়োগকৃত ২৪৩ জন জনবল এবং সহকারী পরিচালক, কম্পিউটার অপারেটর, ফিল্ড সুপারভাইজার ও শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ খাতে ১৬,০৯৪ জনের প্রশিক্ষণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৭২.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.৮ **সেমিনার ও ওয়ার্কশপঃ** প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় দুইটি জাতীয় কর্মশালা ও ছয়টি বিভাগে ছয়টি মোট ০৮টি কর্মশালার জন্য ব্যয়ের সংস্থান ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। ০৮টি কর্মশালাই সমাপ্ত হয়েছে এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত এ খাতে সমস্ত টাকাই ব্যয় হয়েছে;

১৩.৯ **পরিবহন ব্যয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা উপকরণ যেমন- বইপত্র, কলম, শ্লেট, চক, মাদুর, ব্লাকবোর্ড ও সাইনবোর্ড-এর জন্য পরিবহন বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৯.২৩ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এখাতে ব্যয় হয়েছে ৭৮.৭৫ লক্ষ টাকা;

১৩.১০ **কমিটি সভাঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি রয়েছে। যেমনঃ স্টিয়ারিং কমিটি, বাস্তবায়ন কমিটি, জেলা মনিটরিং কমিটি, উপজেলা মনিটরিং কমিটি ইত্যাদি। ২/৩ মাস অন্তর এসকল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবল নিয়োগের নিয়োগ কমিটি, কারিকুলাম নির্ধারণের জন্য কারিকুলাম কমিটি, ক্রয় কাজের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ইত্যাদি কমিটি কাজ করেছে। এখাতে আরডিপিপি সংস্থান ছিল মোট ১৩৬.৩১ লক্ষ টাকা। এসব কমিটিগুলোর সভায় আগত মোট ৮,৫২২ জন সদস্যকে ১১৭.০৪ লক্ষ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে;

১৩.১১ **শিক্ষা কর্মসূচীঃ** আরডিপিপিতে শিক্ষা কর্মসূচি খাতে মোট ৫২১১.৫৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৫১৩৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সারাদেশে মোট ৫২৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ১ জন করে মোট ৫,২৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিজন শিক্ষককে প্রতি মাসে ২,০০০/- টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষা উপকরণ যেমনঃ বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, শ্লেট, ডাস্টার, ব্ল্যাক বোর্ড, সাইন বোর্ড, হাজিরা রেজিস্ট্রার, পাঠদান বই, পরিদর্শন বই, অনুশীলন খাতা, ভর্তি ফরম, সনদপত্র ইত্যাদি প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়;

১৩.১২ **মূল্যায়নঃ** প্রকল্পের আওতায় একটি চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আরডিপিপিতে ৪.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়নটি সমাপ্ত করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৪.১০ টাকা;

১৩.১৩ **রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ** প্রকল্পের পাজেরো জীপ, ১টি পিক-আপ, ১টি মাইক্রোবাস, ৭২টি মোটর সাইকেল এবং ৫৫টি কম্পিউটার ও আসবাবপত্র প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে মেরামত করা হয়েছে। এসব যানবাহন মেরামতের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৪৩.১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে;

১৩.১৪ **যানবাহনঃ** এ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে শিক্ষা কার্যক্রম তথা শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ প্রতিনিয়ত পরিদর্শন করার নিমিত্ত আরডিপিপিতে বিভিন্ন ধরনের মোট ৯০টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে ৯২.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ০১টি মাইক্রোবাস এবং জেলা কার্যালয়সমূহের জন্য ৩৯টি মোটর সাইকেল ও ৫০টি বাই-সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। এ খাতে মোট ৯১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে;

১৩.৩৫ **যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য মোট ৯১.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থানের বিপরীতে ৮৫.৫৭ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হয়েছে। এ অর্থ ব্যয়ে ৪২টি কম্পিউটার, ৪২টি প্রিন্টার, ৪২টি ইউপিএস, ৪৯টি ফটোকপি মেশিন, ০২টি স্ক্যানার, ০১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ০১টি স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন, ০১টি

ইন্টারকম সেট, ৫১টি টিউব লাইট, ৫১টি ফ্যান, ৪৯টি পানির ফিল্টার, ৫০টি ক্যালকুলেটর ও ৫১টি হ্যালম্যাট ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত সরঞ্জামসমূহ প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয়সহ ৪৮টি জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে;

১৩.১৬ **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পটিতে ৩২২টি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আরডিপিপিতে ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে ১২.০২ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৩২২টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এজন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ টাকাই খরচ হয়;

১৩.১৭ **বিবিধঃ** প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগ, নিয়োগের বিজ্ঞাপন ব্যয় ও আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৯২.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৭৮.৩০ লক্ষ টাকা।

১৪। প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নে সীমাবদ্ধতাঃ

প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রমের ১০-২০% সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫,২৫০টি শিশু এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আইএমইডি'তে কর্মকর্তার স্বল্পতা এবং জুন, ২০১৪-এ সমাপ্ত "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের পরবর্তী ৪র্থ পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণে আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করার বাধ্যবাধকতার কারণে প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য সময় কম থাকায় প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজের পর্যাপ্ত সংখ্যক কেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

১৫। প্রকল্পের ?????ও অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের বিষয়টি পর্যালোচনার সুবিধার্থে উদ্দেশ্যসমূহকে স্বল্প মেয়াদে এবং মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বিভাজনপূর্বক নিম্নরূপ বর্ণনা করা হলোঃ

১৫.১ স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) মন্দির প্রাঙ্গণকে ব্যবহার করে সমগ্র বাংলাদেশে ৫,০০০টি মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,১৮,১৩০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা;	ক) মন্দির প্রাঙ্গণকে ব্যবহার করে সমগ্র বাংলাদেশে ৫,০০০টি মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,১৮,১৩০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে;
খ) ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের নিমিত্ত প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা;	খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন, ২০১৪ এ সম্পাদিত আন্তঃমন্ত্রণালয় চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রতি শিক্ষাবর্ষে এ প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের ৯৯% ছাত্র/ছাত্রী বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে;
গ) দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাক-স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির (Early Childhood and Pre-School education (ECDP) Program সম্প্রসারণ করা;	গ) দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাক-স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির (Early Childhood and Pre-School Education (ECDP) Program-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
ঘ) মন্দির অঙ্গাণকে ব্যবহার করে ২৫০টি বয়ষ্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যম ২০,৭৭৫ জন শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা;	ঘ) মন্দির অঙ্গাণকে ব্যবহার করে ২৫০টি বয়ষ্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যম ২০,৭৭৫ জন শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ঙ) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৪৮টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ২৪৩ জন বেকার তরুণ-তরুণীকে পূর্ণকালীন এবং ৫,৩৪৬ জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করা;	ঙ) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ৪৮টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ২৪৩ জন বেকার তরুণ-তরুণীকে পূর্ণকালীন এবং ৫,৩৪৬ জনকে খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে;

১৫.২ **মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) প্রকল্পের মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত করে তাদের আয় বৃদ্ধি, পরিবারের তাদের অবস্থান শক্তিশালীকরণ এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; এবং	প্রকল্পের মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মহিলা শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ সকল মহিলাদের ক্ষেত্রে পরিবারে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন, সক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব মূল্যায়ন ব্যতিরেকে মতামত প্রদান করা সম্ভব নয়;
খ) ধর্মীয়, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃংখলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	শিশু ও বয়স্ক উভয় ধরনের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে নির্ধারিত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা “সনাতন ধর্ম শিক্ষা” বইয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে। যা ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এক্ষেত্রে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে মূল্যায়ন অর্থাৎ প্রভাব মূল্যায়ন ব্যতিরেকে মতামত দেয়া সমীচীন হবে না।

১৬। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বাড়ানো, স্কুল হতে ঝরে পড়া রোধ, গণশিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের মূল্যবোধ তৈরী, বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রগুলো ৮০ ভাগের অধিক মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত করে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। সে দিক থেকে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন এবং নারীর ক্ষমতায়ন দীর্ঘ মেয়াদে অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

১৭। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৭.১ **প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার অভাবঃ** সর্বশেষ শিক্ষা নীতির আওতায় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি ১ম পর্যায় ২০০২-২০০৩ সাল হতে চালু হয়ে সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায় (জুন, ২০১৪) পর্যন্ত প্রায় এক যুগ যাবৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্ম চর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত কাজের ইতিবাচক দিক অনস্বীকার্য। প্রকল্পটির কার্যক্রম অনুন্নয়ন (রাজস্ব) প্রকৃতির। প্রকল্পটি উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে কি-না কিংবা অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ (একনেক)-এর কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই;

১৭.২ **একই প্রকল্পের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষায় জটিলতাঃ** সরকারের সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল পরবর্তী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থাকে না। এতদসত্বেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ পর্যায়ক্রমিক (phase-wise) প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে নিয়োজিত জনবল পরবর্তী পর্যায়ের প্রকল্পে ধারাবাহিক অন্তর্ভুক্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ১ম পর্যায় হতে নিয়োজিত অধিকাংশ সহকারী পরিচালক, কম্পিউটার অপারেটর, ফিল্ড সুপারভাইজার, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর, শিক্ষক এবং অন্যান্য জনবল ১ম পর্যায় হতে নিয়োজিত এবং প্রায় ১২ (বার) বছর যাবৎ কাজ করছেন। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে জনবলের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়;

১৭.৩ **প্রকল্পের শুরুতে বিলম্বঃ** প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে নিয়োজিত জনবল ৩য় পর্যায়ে নিয়োগের জটিলতার কারণে নতুন কেন্দ্র নির্বাচনসহ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরুতে বিলম্ব ঘটে। ফলতঃ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপনের লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি পায়;

১৭.৪ **জেলা কার্যালয়ের কাঠের আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং কেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকাঃ** বিভিন্ন জেলা কার্যালয়ের জন্য ২০০৩ সালে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই ঘুনে ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এছাড়া প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই;

১৭.৫ **শিক্ষাবর্ষ শেষে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি না হওয়াঃ** পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রাক-প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আনুমানিক ২০% প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয় না। এ বিষয়ে বয়স ৬ বছরের কম, পড়াশুনায় অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্র কিংবা জেলা অফিসে শিক্ষাকেন্দ্র থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ভর্তি না হবার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত নেই;

১৭.৬ **মন্দিরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবঃ** পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কতিপয় মন্দির এলাকায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থিক অসংগতির কারণে মন্দিরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। এমনকি মন্দিরে পৌঁছানোর কোন পাকা রাস্তা, এমনকি ভাল কোন মাটির রাস্তাও নেই। বর্ষাকালে শিক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে শিশুদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাছাড়া অনেক মন্দিরে টিনের চালায় ছিদ্র লক্ষ্য করা গেছে। দুই-একটি মন্দির ছাড়া অধিকাংশ মন্দিরে কোন বৈদ্যুতিক পাখা নেই। ফলে গরমকালে পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই কষ্ট পেতে হয়;

১৭.৭ **সুপারভিশনের জন্য যানবাহনের অপ্রতুলতাঃ** একটি জেলার সকল শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের নিমিত্তে ০১টি মোটর সাইকেল পর্যাপ্ত নয়। অনেক সময় দুর্গম এলাকায় কেন্দ্র পরিদর্শন করতে কোন সড়ক যোগাযোগ না থাকায় সহকারী পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজার উভয়কে কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য একমাত্র মোটর সাইকেলের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকির জন্য ১টি জিপ গাড়ী রয়েছে যা প্রায় সময়ই অকেজো অবস্থায় থাকে। জিপ গাড়ীটি প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে কেনা হয়েছে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে যে সকল মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে সেগুলো দিয়ে কোন অবস্থাতেই এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করা সম্ভব নয়;

১৭.৮ **৬ বছরের অধিক বয়সের শিক্ষার্থী নির্বাচনঃ** পরিদর্শনকালে কয়েকটি কেন্দ্রে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪-৫ জন করে ৬ বছরের অধিক বয়সী শিশুকে শিক্ষার্থী হিসেবে পাওয়া গেছে;

১৭.৯ **হিন্দু ঘনবসতি এলাকায় শিক্ষাকেন্দ্র না থাকাঃ** পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া, রাজাপুর ও নলছিটি উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ জেলার সাওঘাট গ্রাম, ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার কামামৃধা ও চান্দা ইউনিয়ন, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুর ইউনিয়ন, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভবানীপুর, নামাপাড়া, নাওগাঁও, তারাকান্দা উপজেলার বটতলা, পাকুরীতলা, গাওগাঁও হিন্দু ঘনবসতি এলাকা। এ ধরনের এলাকায় প্রকল্পের আওতায় কোন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে উক্ত এলাকার হিন্দু জনগোষ্ঠী এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে;

১৭.১০ **শিক্ষা উপকরণের মান অসন্তোষজনকঃ** পরিদর্শিত কেন্দ্রসমূহে ব্যবহৃত ব্ল্যাক বোর্ড এবং শ্লেটের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি| ২০১০ সালে সরবরাহকৃত অধিকাংশ ব্ল্যাক বোর্ডে অস্পষ্ট লেখা হয়। বছরের শুরুতে শ্লেট সরবরাহ করা হলেও ৫/৬ মাস পর লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে এমনকি লেখা হচ্ছে না;

১৭.১১ **শিক্ষকগণের অপর্যাপ্ত সম্মানী প্রদানঃ** প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত কেন্দ্রসমূহে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের মাসিক সম্মানীভাতা সর্বসাকুল্যে ২০০০/- টাকা। তারা কেন্দ্রে প্রতিদিন ন্যুনতম আড়াই ঘন্টা সময় শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করেন। বর্তমান বাজার দরের তুলনায় এ পরিমাণ অর্থ খুবই যৎসামান্য;

১৭.১২ **কেন্দ্রসমূহে শুকনো খাবার (টিফিন)-এর ব্যবস্থা না থাকাঃ** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে জনগণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সপ্তাহে ২/৩ দিন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মাঝে পুষ্টিসমৃদ্ধ শুকনো খাবার (বিস্কুট/মিস্টি/কেক) সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও প্রকল্পে এ ধরণের কোন সংস্থান ছিল না | উল্লেখ্য, সরকার কর্তৃক চলমান প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমে World Food Program (WFP)/Global Alliance For Improved Nutrition বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পুষ্টিকর খাবার দেয়া হচ্ছে, শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নে এ ধরনের খাবার সহায়ক হবে; এবং

১৭.১৩ **নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তদারকির অভাবঃ** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১ জন মাঠ সুপারভাইজারকে প্রতি কর্মদিবসে গড়ে ৭-৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হয়। ভৌগলিক অবস্থানভেদে ১ জন মাঠ সুপারভাইজারের পক্ষে এতগুলো কেন্দ্র ১ দিনে পরিদর্শন করা কষ্টসাধ্য। এতে কেন্দ্রে যথাযথভাবে শিক্ষা প্রদান হচ্ছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রী সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করছে কিনা, পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীদের থেকে ফিডব্যাক নেয়া ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না।

১৮। সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৮.১ প্রকল্পটির কার্যক্রমের ইতিবাচক দিকটি বিবেচনায় রেখে অনুন্নয়ন (রাজস্ব) বাজেটে বাস্তবায়নের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত প্রকল্পটির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে;

১৮.২ দেশব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রমের চাহিদা উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু ঘনবসতি এলাকা, যেখানে কেন্দ্রের চাহিদা রয়েছে এবং কেন্দ্র স্থাপিত হলে চলমান থাকবে, ভবিষ্যতে সে সকল স্থান চিহ্নিত করে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যেতে পারে। অন্যদিকে ইতোপূর্বে যেসকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না, সে সকল কেন্দ্র তালিকা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন্দ্রের সংখ্যা যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারণ করতে পারে;

১৮.৩ ভবিষ্যতে মন্দিরগুলোর অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা যেতে পারে;

১৮.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথ সুপারভিশনের স্বার্থে প্রথম পর্যায়ে (২০০২-২০০৩) সংগৃহীত মটর সাইকেলসমূহের উপযোগিতা এবং নিয়োজিত সুপারভাইজারদের সংখ্যার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে মটর সাইকেল ক্রয়ের প্রস্তাব করা যেতে পারে;

১৮.৫ প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে ২০০৩ সালে জেলা অফিসের জন্য সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের সর্বশেষ অবস্থা যাচাইপূর্বক পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নতুন আসবাবপত্র সংগ্রহ/সরবরাহ করা যেতে পারে;

১৮.৬ বর্তমান বাজারদর, শিক্ষকদের কর্মঘন্টা, ন্যূনতম মজুরী বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের বর্তমান সম্মানী মাসিক ২০০০/- টাকা পরবর্তী পর্যায়ে বৃদ্ধি করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৭ যে সকল মন্দিরের অবকাঠামো শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী নয়, তা চিহ্নিত করে নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৮.৮ ৬ বছরের অধিক বয়সের ছেলে-মেয়েকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থী হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে;

১৮.৯ কতিপয় শিক্ষা উপকরণ যেমনঃ ব্ল্যাক বোর্ড, শ্লেট উন্নতমানের সরবরাহ করা যেতে পারে কিংবা বিকল্প হিসেবে খাতা, পেন্সিল-এর প্রস্তাব করা যেতে পারে;

১৮.১০ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত শিক্ষা উপকরণ যেমনঃ ব্ল্যাক বোর্ড, ক্যালেন্ডার, শ্লেট, বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি রাখার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে স্টীলের আলমারি সরবরাহ করা যেতে পারে; (এক্ষেত্রে সংশোধিত ডিপিপিতে আলমারীর পরিবর্তে ট্রাংকের সংস্থান রাখা হয়েছে)

১৮.১১ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কেন্দ্রসমূহে সপ্তাহে ২-৩ দিন পুষ্টিসমৃদ্ধ শুকনো খাবারের যৌক্তিকতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে;

১৮.১২ শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রাক-প্রাথমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ধর্ম মন্ত্রণালয়সহ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিবিড় পরিবীক্ষণ করবে;

১৮.১৩ কালীবাড়ী সার্বজনীন মন্দির, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ- কেন্দ্রটি যেভাবে একটি আদর্শ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে (আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন) সে রকম চিন্তাধারা অন্যান্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও কার্যকর করা যায় কি-না, সে ব্যাপারে প্রকল্প কার্যালয় থেকে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৮.১৪ যেসব কেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জনের কম, সেসব কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জনে উন্নীত করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে; এবং

১৮.১৫ কেন্দ্রে কোন শিক্ষার্থী যদি অনেকদিন যাবৎ অনুপস্থিত/অনিয়মিত থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র শিক্ষক স্থানীয় আঞ্চলিক কার্যালয় এমনকি ঢাকাস্থ প্রকল্প কার্যালয়কে অবহিত রেখে পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে । মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গাইড লাইন প্রণয়ন করা যায়।